সন্দেহ ও কুসংস্কার

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তায়ালা** একজন ফিরিশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে সে আমাকে তার এবং তার পিতার নাম সহ পেশ করে বলে: অমুক বিন অমুক এখন আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো। **(মুসনাদে বযার, ৪/২৫৫, হাদীস: ১৪২৫)**

গির নে কো হোঁ রুক লো, গোথা লাগে হাত দো, এ্যয়সোঁ পে এ্যয়সি আতা তুম পে করোড়ো দুরূদ।
(হাদায়িকে বখশিশ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি যেখানে এতোই দয়া করেছেন, সেখানে আরো একটি দয়া করে দিন যে, আমাদেরকে গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করাও

www.dawateislami.net

আপনারই কাজ। আমার **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ বর্ষিত হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অশুভ (ব্যক্তি) কে?

এক বাদশা এবং তার সাথীরা শিকার করার জন্য জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিলো। সকালের নিস্তব্ধতায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনা যাচ্ছিলো, যা শুনতেই অধিকাংশরাই রাস্তা থেকে সরে যেতো। কেননা, পরাক্রমশালী বাদশাহ্ শিকারে

www.dawateislami.net

যাওয়ার সময় কাউকে রাস্তায় আসাকে পছন্দ করতো না। বাদশাহ্ এবং তার সাথীদের বাহন খুবই শান ও শওকতে শহর দিয়ে চলছিলো, যখনই বাদশাহ্ শহরের সীমানা প্রাচীরের নিকট পৌঁছলো, সামনে দৃষ্টিপাত করতেই তার দৃষ্টি এক চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর গিয়ে পড়লো, যে কিনা রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার পরিবর্তে একেবারে নির্ভয়ে চলছিলো। তাকে সামনে দেখেই বাদশাহ্ রাগান্বিত স্বরে চিৎকার করে উঠলো: "উফ! এতো খুবই অশুভ। এই দূর্ভাগা কানা (এক চোখ বিশিষ্ট) কি জানে না যে, যখন বাদশাহের বাহন যায়, তখন রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু এই অপয়া এক চোখা (এক চোখ বিশিষ্ট) তো আমার রাস্তার মাঝে এসে একেবারে অলক্ষুণের প্রমাণ দিচ্ছে।" বাদশাহ্ সিপাহীদের দিকে ফিরলো এবং রাগান্বিত স্বরে চিৎকার করে বললো: "আমি আদেশ করছি, এই এক চোখ বিশিষ্ট লোকটিকে ঐ খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হোক এবং আমাদের ফিরে আসা পর্যন্ত এই লোক এখানেই বাঁধা থাকবে। আমরা ফিরার পথে তার শাস্তির বিষয়ে বিবেচনা করবো।" সিপাহীরা সাথে সাথেই আদেশ মান্য করলো এবং সেই লোককে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলো। বাদশাহ্ এবং তা সাথীরা ধূলো উড়িয়ে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। বাদশাহ্ বিপদে পরার পরিবর্তে এবার বাদশাহ্ খুবই সফল হলো। বাদশাহ্ নিজের পছন্দের পশু এবং পাখি শিকার করলো, বাদশাহ্ খুবই আনন্দিত ছিলো। কেননা, আজ একটি নিশানাও বিফল হলো না বরং যে পশুর উপর দৃষ্টি পরলো তাই শিকার করতে পারলো। উজির পশুগুলো ও পাখিগুলো গণনা করে বললো: "ওয়াও! আজতো আপনার শিকার খুবই সফল, কিরূপ চিন্তা ছিলো আর কিরূপ নিশানা!" এভাবে সকল সাথীরাই বাদশাহের প্রশংসায় পঞ্চমূখ ছিলো, যখন সন্ধ্যার সময় বাদশাহ্ শহরের নিকট পৌঁছলো তখন ঐ ব্যক্তিকে রশিতে আবদ্ধ দেখলো। বাদশাহর বাহনের সাথে সাথে শিকারকৃত পশু এবং পাখির গাড়িও আসছিলো, যা দেখে বাদশাহ্ এবং তার সাথীদের গর্বে বুক ফেটে যাচ্ছিলো। শিকারে পূর্ণ গাড়ি দেখে ঐ ব্যক্তি চিৎকার করে বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে বললো: বলুন মহামান্য বাদশাহ! আমাদের দু'জনের মধ্যে অশুভ কে, আমি নাকি আপনি? একথা শুনেই বাদশাহর সিপাহীরা সেই লোকটির সামনে উদ্ধত তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো, কিন্তু বাদশাহ্ তাদেরকে হাতের ইশারায় বিরত রাখলো। সেই ব্যক্তি নির্ভয়ে আবারো বললো: বলুন মহামান্য

www.dawateislami.net

বাদশাহ! "আমাদের মধ্যে অশুভ কে? আমি নাকি আপনি?" আমি আপনাকে দেখলাম তাই রশিতে আবদ্ধ হয়ে উত্তপ্ত রোদে সারাদিন পুড়লাম, আর আমাকে দেখে আপনি আজ অনেক শিকার করলেন। একথা শুনে বাদশাহ্ লজ্জিত হলো এবং এই ব্যক্তিকে দ্রুত মুক্ত করে দিলো আর অনেক পুরস্কার দ্বারাও ধন্য করলো।

(বদশুগুনী, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সন্দেহ প্রবণ বাদশাহ্ এক চোখ বিশিষ্ট লোকটিকে অশুভ মনে করে কড়া রোদে সারাদিন বন্দি করে রাখার শাস্তি দিলো। কিন্তু তবু তার শিকারে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সফলতা অর্জিত হলো। এই ঘটনা দ্বারা সেইরূপ সন্দেহের দরজা একেবারে হয়ে গেলো, যা কোন মানুষ, পশু বা কোন দিনকে শুধুমাত্র নিজের সন্দেহের ভিত্তিতে অশুভ মনে করে, অথচ শরীয়াতে এর কোন ভিত্তি নেই। মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি সন্দেহের আপদে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তার সকল কিছুই অশুভ মনে হতে থাকে, এমনকি সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি নির্বোধ লোকের কথা শুনে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে শুধু নিজে কষ্টে পতিত হয় না বরং অন্যান্য লোকেদের জন্যও প্রাণনাশক হয়ে যায়। কোন মুসলমানকে অশুভ মনে করা ঘৃণার আপদে নিক্ষেপ করতে পারে। অশুভ হওয়ার সন্দেহ শয়তানের ঐ হাতিয়ার, যা মুসলমানদের পরস্পর হাতাহাতি, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করিয়ে শান্তি নষ্ট করার কারণ হয়ে যায়। এই কথাটি ভালভাবে মনে গেঁথে নিন যে, কোন ব্যক্তি, স্থান, বস্তু বা সময়কে অশুভ মনে করা ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই, এটি সম্পূর্ণ সন্দেহমূলক মনোভাব হয়ে থাকে।

আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে এমন প্রকৃতির প্রশ্ন করা হলো: এক ব্যক্তি সম্পর্ক প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, যদি সকালে তার অশুভ চেহারা দেখে নেয় বা কোন কাজে যাওয়ার সময় সামনে এসে যায়, তবে অবশ্যই কিছু না কিছু অসুবিধা ও কষ্টের সম্মূখীন হতে হবে এবং যতই নিশ্চিত রূপে কাজটি হয়ে যাওয়ার প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা হোক না কেন। কিন্তু তাদের ধারণা হলো যে, কিছু না কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই হবে, সুতরাং ঐ লোকেদের তাদের মনোভাব অনুযায়ী প্রতিবারই অভিজ্ঞতা হতে থাকে এবং তারা এই বিষয়ে মনোযোগ রাখে যে, যদি কোথাও যাওয়ার সময় তার সামনে পড়ে যায়,

www.dawateislami.net

তবে নিজের ঘরে আবার ফিরে যায়, আর কিছুক্ষণ পর সেই অশুভ সামনে থেকে যাওয়ার পর আবারো নিজের কাজের জন্য যায়। এখন প্রশ্ন হলো: ঐ লোকেদের এরূপ বিশ্বাস এবং কর্মপদ্ধতি কেমন, এতে শরয়ীভাবে কোন দোষের কিছু নেই তো?

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: পবিত্র শরীয়াতে এর কোন ভিত্তি নেই, মানুষের মনের সন্দেহ মাত্র। শরীয়াতের আদেশ হলো: اِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوْا অর্থাৎ কোন প্রথা যদি কুধারণা সৃষ্টি করে, তবে সেই অনুযায়ী আমল করবে না। এটি হিন্দুয়ানী পদ্ধতি, এই অবস্থায় মুসলমানদের উচিৎ; اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ. وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ. وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ (অর্থাৎ **হে আল্লাহ্!** কোন অমঙ্গলই নাই, তবে সবই তোমারই পক্ষ থেকে আর কোন মঙ্গলই নাই, তবে সবই তোমারই পক্ষ থেকে এবং তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই) পাঠ করা এবং মহান **প্রতিপালকে**র প্রতি ভরসা রেখে নিজের কাজে যাও। কখনো থামবে না, ফিরেও আসবে না। **আল্লাহ্**ই ভাল জানেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/ ৬৪১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীনে ইসলাম এরূপ সন্দেহ ও মনোভাবের নিন্দা করে, যাতে কারো মনে কষ্ট পায়। সুতরাং আমরা ইসলামী শিক্ষায় আমল করে কুসংস্কার ও সন্দেহ প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ। আসুন! এবার প্রথার সংজ্ঞা এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে শ্রবণ করি।

প্রথা কাকে বলে?

প্রথা মানে ইঙ্গিত নেয়া, কোন বস্তু, ব্যক্তি, কাজ, শব্দ বা সময়কে নিজের পক্ষে শুভ বা অশুভ বলে মনে করা। মৌলিকভাবে তা দুই প্রকার: **(১)** অশুভ প্রথা গ্রহণ করা, **(২)** শুভ প্রথাগ্রহণ করা। আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **তাফসীরে কুরতুবী**তে উদ্ধৃত করেন; শুভ প্রথা হলো: যে কাজের ইচ্ছা পোষণ করেছে, সে সম্পর্কে কোন কথা শুনে সেই কাজের পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা, এটি তখনই হয়, যখন কথাটি শুভ হয়, যদি অশুভ হয়, তাহলে অশুভ প্রথা। শরীয়াত এই কথার নির্দেশ দিয়েছে যে, মানুষ যেন শুভ প্রথা গ্রহণ করে খুশি হয় এবং নিজের কাজ আনন্দচিত্তে সম্পন্ন করে এবং যখন কোন অশুভ কথা শুনে, তখন সেদিকে যেন মনযোগ না দেয়া, আর সেই কারণে নিজের কাজও যেন বন্ধ করে না দেয়।

(তাফসীরে কুরতুবী, ২৬তম পারা, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১৩২, ১৬তম অংশ)

www.dawateislami.net

শুভ ও অশুভ প্রথার মাঝে পার্থক্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার এবং শুভ প্রথার মাঝে পার্থক্যও জেনে নিন, সুতরাং এর মৌলিক পার্থক্য হলো; অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করা শরয়ীভাবে নিষেধ এবং শুভ প্রথা গ্রহণ করা মুস্তাহাব, এছাড়াও ☆ শুভ প্রথা গ্রহণ করা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রীতি, আর অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করা অমুসলিমদের রীতি, ☆ শুভ প্রথা গ্রহণ করাতে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহে মঙ্গল ও কল্যাণের আশা সৃষ্টি হয় আর অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করাতে নিরাশা সৃষ্টি হয়। ☆ শুভ প্রথা দ্বারা মনে প্রশান্তি এবং আনন্দ অর্জিত হয়, যা সকল কাজে পরিশ্রম ও সমাপ্তির জন্য আবশ্যক আর অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার থেকে দুঃখ ও দ্বিধা দন্ধ সৃষ্টি হয়। ☆ শুভ প্রথা মানুষকে সফলতার দিকে নিয়ে যায়, আর অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার হতাশা ও অলসতা সৃষ্টি করে, যা অবনতির দিকে নিয়ে যায়। **'মিরাতুল মানাজিহ'**তে রয়েছে: শুভ প্রথা গ্রহণ করা সুন্নাত, এতে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পক্ষ থেকে আশার সঞ্চার হয় এবং অশুভ প্রথ তথা কুসংস্কার গ্রহণ করা নিষেধ। কেননা, এতে **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি নিরাশার সঞ্চার হয়। আশা করা উত্তম, নিরাশা মন্দ, সর্বদা **আল্লাহ্ তায়ালা**র নিকট আশা রাখো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/২৫৫)**

অশুভ প্রথা মুশরীকদের পুরোনো রীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অমুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে অশুভ প্রথা গ্রহণ করা পুরোনো রীতি এবং তাদের সন্দেহ প্রবণ লোকেরা প্রত্যেক বস্তু থেকেই প্রভাব গ্রহণ করতো। যেমন; কোন ব্যক্তি কোন কাজের জন্য বের হলো এবং পথে কোন পশু সামনে দিয়ে চলে গেলো বা কোন বিশেষ পাখির আওয়াজ কানে এলো তবে দ্রুত ঘরে ফিরে যেতো, এমনিভাবে কিছু দিন ও মাসে কারো আসাকে অশুভ মনে করা তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো। অনুরূপভাবে এরূপ কল্পনা বা মনে করা আমাদের সমাজেও অনেক প্রসারিত হয়ে গেছে। ইসলামে এরূপ সন্দেহ প্রবণতাকে কখনো অনুমতি দেয় না এবং ইসলাম যেখানে অন্যান্য অহেতুক প্রথার মূলৎপাটন করেছে,

www.dawateislami.net

সেখানে এই মন্দ প্রথাকেও নিঃশেষ করে দিয়েছে। (সীরাতুল জিনান, ৩/৪১২) আসুন! অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার সম্পর্কে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যখন তোমরা হিংসা করো তখন অতিরঞ্জিত করো না। যখন তোমাদের কুধারণা সৃষ্টি হয়, তখন এতে বিশ্বাস করো না এবং যখন তোমাদের কুসংস্কার সৃষ্টি হয়, তবে সেই কাজ করে ফেলো আর **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করো। (আল কা'মিলে ফি দ্বা'ফায়ির রিজাল, আব্দুর রহমান বিন সা'আদ, ৫/৫০৯)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: আমার উম্মতের মাঝে তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকবে: অশুভ প্রথা, হিংসা এবং কুধারণা। এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যে লোকের মাঝে এই তিনটি অভ্যাস থাকবে, সে এর প্রতিকার কিভাবে করবে? ইরশাদ করলেন: যখন তুমি হিংসা করবে, তখন **আল্লাহ্ তায়ালা**র নিকট ইস্তিগফার করো (তাওবা করো) এবং যখন তুমি কোন কুধারণা করো তবে তাতে দৃঢ় থেকো না। আর যখন তুমি অশুভ প্রথা বের করবে, তখন সেই কাজ করে নাও। (মু'জামুল কবীর, ৩/২২৮, হাদীস: ৩২২৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এব্যাপারে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن পদ্ধতি অনুসরনীয়। কেননা, তাঁরা কোন বিশেষ ব্যক্তি, স্থান, সময় বা বস্তুকে নিজের জন্য অশুভ মনে করে অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ বা নক্ষত্রের প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সন্দেহ প্রবণ লোকের মতো মানসিকভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে **রব আল্লাহ্ তায়ালা**র পবিত্র সত্তার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন এবং যে কাজে ইচ্ছা করে নিতেন তা করেই নিতেন। আসুন এ প্রসঙ্গে দু'টি শিক্ষণীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করি:

সফর করা থেকে বিরত রইলেন না

আমীরুল মুমিনিন মাওলা মুশকিল কোশা হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم যখন খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সফর করার জন্য স্থির করলেন তখন একজন জ্যোতিষী প্রতিবন্ধক হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো: হে আমীরুল মুমিনিন! আপনি তাশরীফ নিয়ে যাবেন না, হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: এখন চাঁদ পৃথিবীর

www.dawateislami.net

কক্ষপথ সমূহের মধ্যে একটি কক্ষপথে রয়েছে। যদি আপনি এই সময় চলে যান তবে আপনি পরাজিত হয়ে যাবেন। একথা শুনে হযরত আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم উত্তর দিলেন: **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত সিদ্দিক ও ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا জ্যোতিষীদের উপর বিশ্বাস রাখতেন না, আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** উপর ভরসা করে এবং তোমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য অবশ্যই সফর করবো। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এই সফরে যাত্রা করলেন, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবদ্দশার পর সবচেয়ে বেশি বরকত এই সফরে দান করেন, এমনকি সমস্ত শত্রুরা মৃত্যু বরণ করলো এবং আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বিজয় অর্জন করে আনন্দচিত্তে ফিরে আসলেন। **(গাদ'আল আলবাব ফি শরহে মনযুমাতাল আ'দাব, ১/১৯১)**

বা'দে খুলাফায়ে সালাসা সব সাহাবা সে বড়া, আ'প কো রুতবা মিলা মাওলা আলী মুশকিল কোশা।
কালায়ায়ে খায়বর কা দরওয়াযা উকাড়া আ'প নে, মারহাবা! সদ মারহাবা! মাওলা আলী মুশকিল কোশা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার প্রত্যাখ্যাত

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর গোলাম মুযাহিমের বর্ণনা হলো: আমরা যখন পবিত্র মদীনা থেকে বের হলাম, তখন আমি দেখলাম যে, চাঁদ 'দাবারানে' (চাঁদের একটি তিথির নাম, এ সময় চাঁদ সপ্তর্ষি মন্ডলী ও মিথুনের মাঝামাঝি অবস্থান করে, আরবে গণকদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলো যে, চাঁদের এরূপ অবস্থা অশুভ হয়ে থাকে, মুযাহিমের ইঙ্গিত সেদিকেই ছিলো) অবস্থান করছে, আমি তাঁকে এরূপ বলা সঙ্গত মনে করলাম না, বরং এভাবে বললাম: একটু চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দেখলেন যে, চাঁদ 'দাবারানে' অবস্থান করছে। তিনি বললেন: তুমি সম্ভবত আমাকে এ কথা বলতে চাইছো যে, চাঁদ এখন দাবারানে রয়েছে, মুযাহিম! আমরা চাঁদ ও সূর্যের সঙ্গে নয়, বরং **আল্লাহ্ তায়ালার** নির্দেশ ও ইচ্ছায় বের হই। **(সীরাতে ইবনে আব্দুল হিকম, ২৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আসল অশুভ তো গুনাহের মাঝে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! কোন সময় বরকতময় এবং মহত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ তো হতে পারে, যেমন; রমযান মাস, রবিউল আউয়াল, জুমা মোবারক ইত্যাদি, কিন্তু কোন মাস বা দিন অশুভ হতে পারে না। যেমনিভাবে- প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইসলামে কোন দিন বা কোন মুহূর্ত অশুভ নয়, হ্যাঁ, কিছু কিছু দিন বরকতময় হয়ে থাকে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৪৮৪)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সফরুল মুযাফফরও অন্যান্য মাসের ন্যায় একটি বরকতময় মাস। যেমনিভাবে অন্যান্য মাসে **রব তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ হয়, তেমনি এই মাসেও হতে পারে বরং একে তো সফরুল মুযাফফর অর্থাৎ সফলতার মাস বলা হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই সম্মাণিত মাসেই হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এবং খাতুনে জান্নাত হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর বিবাহ হয়েছিলো। (আল কা'মিলু ফিত তারিখ, ২/১২) ☆ সফরুল মুযাফফরে মুসলমানদের খায়বারের বিজয় নসীব হয়েছিলো। (আল বাদায়াতি ওয়ান নাহায়াতি, ৩/৩৯২) ☆ সাইফুল্লাহ্ হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ, হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আ'স এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন তালহা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُم সফরুল মুযাফফরের আট তারিখে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল কা'মিলু ফিত তারিখ, ২/১০৯) ☆ মাদায়িন (যেখানে কিসরার মহল ছিলো) এর বিজয় ১৬ হিজরীর সফরুল মুযাফফর মাসেই হয়েছিলো। (আল কা'মিলু ফিত তারিখ, ২/৩৫৭)

কিন্তু আফসোস! যখনই সফরুল মুযাফফরের প্রশান্তিময় এবং বরকতময় মাসের আগমন হয়, তখন অলক্ষুণের সন্দেহ প্রবণতার শিকার কিছু নির্বোধ এই পবিত্র মাস সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের ভুল ধারণা সম্বলিত কথা প্রসার করে থাকে এবং এই মাসকে খুবই অশুভ মনে করা হয় যে, এই মাসে বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হয়, সুতরাং বিশেষ করে এই মাসের শেষ বুধবার তো খুবই অশুভ মনে করা হয়। আসুন! এই মাস সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো সম্পর্কে শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সফর মাসকে লোকেরা অশুভ হিসাবে জানে, এই মাসে বিয়ে শাদী করে না, কন্যাদান করে না এবং এ ধরণের আরো অনেক কাজ করা থেকে বিরত থাকে আর সফর করা থেকেও বিরত থাকে, বিশেষ করে সফর মাসের প্রথম তের দিনকে অনেক বেশি অশুভ বলে মনে করা হয় এবং এসব হলো অজ্ঞতাজনিত কথা। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে: "সফর কোন কিছুই নয়।" (বুখারী, কিতাবুত তিব, বাবু লা হামাতা, হাদীস: ৫৭৫৭, ৪/৩৬) অর্থাৎ মানুষের এটিকে অশুভ বলে মনে করা ভুল। অনুরূপভাবে জিলক্বদ মাসকেও অনেক মানুষ খারাপ মনে করে থাকে, আর এটাকে বলে শূন্যের মাস, এটিও ভুল এবং প্রতি মাসের ৩, ১৩, ২৩, ৮, ১৮, ২৮ তারিখগুলোকে অশুভ মনে করে, এরূপ মনে করাও অনর্থক। (মুফতী সাহেব আরো বলেন:) সফর মাসের আখেরী বুধবার ভারতে খুব বেশি পালন করা হয়, লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়, আনন্দ ভ্রমণ ও শিকারে বের হয়, পুরি বানানো হয়, গোসল করা হয়, আনন্দ উদযাপন করা হয় এবং বলে; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দিনে সুস্থতার গোসল করেছিলেন এবং মদীনা শরীফের বাইরে সফরে গিয়েছিলেন। এসব কথা ভিত্তিহীন বরং এই দিনে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রোগ প্রবল ছিলো, এসব কথা বাস্তবতা বিরুদ্ধ (মিথ্যা) এবং কেউ কেউ বলে থাকে যে, এই দিনে বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হয় এবং বিভিন্ন ধরণের আরো অনেক কথা বলা হয়ে থাকে, সবই ভিত্তিহীন বরং হাদীসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে: لَا صَفَرَ অর্থাৎ সফর কোন কিছুই নয়। (বুখারী, কিতাবুত তিব, বাবু লা হামাতা, হাদীস: ৫৭৫৭, ৪/৩৬)। এ সকল অর্থহীন কথাকে খণ্ডন করে।

(বাহারে শরীয়াত, ৩/ ৬৫৯)

১২টি মাদানী কাজের একটি "মাদানী দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম যে, সফরুল মুযাফফর সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলোর বাস্তবতার সাথে কোন সম্পর্ক নেই বরং তা শুধুমাত্র সন্দেহমূলক ধারণা এবং ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের ফল। সুতরাং মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের উচিৎ, আমরা যেন এরূপ সন্দেহ প্রবণ ধারণা করা থেকে নিজেকে দূরে রাখি এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে

www.dawateislami.net

সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করি। কেননা, এই মাদানী পরিবেশে সন্দেহ ও অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার থেকে বাঁচার এবং এর প্রতিকারের ভরপুর মানসিকতা দেয়া হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে; **"মাদানী দরস"**, যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় উপায়। **মাদানী দরস** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে; শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়া তাঁর অবশিষ্ট সকল কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে ফয়যানে সুন্নাত থেকে মসজিদ/ চৌক/ বাজার/ দোকান/ অফিস এবং ঘর ইত্যাদিতে দরস দেয়াকে সাংগঠনিক ভাবে **মাদানী দরস** বলা হয়।

✤ **মাদানী দরস** খুবই সুন্দর একটি মাদানী কাজ, এর বরকতে মসজিদে উপস্থিতির বারবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে অনেক অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ ও **"সালামে"**র সুন্নাত প্রসার হয়। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও রিসালা থেকে ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✤ **মাদানী দরস**, বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে মসজিদের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হওয়াদেরও নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর একটি উপকারী মাধ্যম। ✤ মসজিদ ছাড়াও চৌক, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যদি **"মাদানী দরস"** হয়, তবে এর বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সেখানেও সুনাম হবে। ✤ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন কিতাব ও রিসালার পরিচিতিও প্রসার হবে।

আত্তারের দোয়াঃ ইয়া রাব্বে মুহাম্মদ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যে ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন প্রতিদিন দু'টি দরস দিবে বা শুনবে তাদেরকে এবং আমাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে আমাদের **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশে একত্রে রাখো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জু দেয় রোজ দু দরসে ফয়যানে সুন্নাত, মে দেয় তা হোঁ উস কো দোয়ায়ে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বর্ণিত আছে; **আল্লাহ্ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন: কল্যাণের কথা নিজেও শিখুন এবং অপরকেও শিখান, আমি কল্যাণের বিষয় শিক্ষা গ্রহণকারী এবং শিক্ষা প্রদানকারীর কবরতে আলোকিত করবো, যেন তাদের কোনরূপ ভয় অনুভূত না হয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৫, হাদীস: ৭৬২২)

আসুন! **মাদানী দরস** এর একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি এবং আন্দোলিত হই।

গান বাজনার আসক্ত

এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে **আল্লাহ্ তায়ালা**র অসন্তুষ্টি মূলক কাজে দিন অতিবাহিত করতো। সিনেমা নাটক দেখার এবং গান বাজনা শুনার খুবই আসক্ত ছিলো। যদি কখনো ভ্রমনে যাওয়া হতো, তবে এমন বাসে যেতো যাতে সিনেমা এবং গান বাজনা চলতো। তার জীবনে সুন্নাতের মাদানী বসন্ত এভাবে প্রতিফলিত হলো যে, একদিন ইশার নামায আদায় করার জন্য মসজিদে গেলো। নামাযের পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ খুবই মনমুগ্ধকর ভাবে দরস দেয়া শুরু করলো, সেও কাছে গিয়ে বসে গেলো এবং মনযোগ সহকারে দরস শুনতে লাগলো, **ফয়যানে সুন্নাতে**র সাধারণ বোধগম্য ভাষা শুনে সেই ইসলামী ভাই এমনভাবে প্রভাবিত হলো যে, নিয়মিতভাবে মাদানী দরসে অংশগ্রহণ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো। রবিউল আউয়ালের মোবারক মাসে ইসলামী ভাইদের উৎসাহে তার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর **"মাদানী মুযাকারা" মাদানী চ্যানেলে** দেখার সুযোগ হলো। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুল শুনে তার ঈমান সতেজ হয়ে গেলো, কবর ও হাশরের প্রস্তুতির চিন্তা হতে লাগলো, সুতরাং সে জীবনের অবশিষ্ট নিশ্বাসকে গণিমত মনে করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর প্রদত্ত মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ, এর আলোকে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোতে ব্যস্ত হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

একিনান মুকাদ্দর কা ওহ হে সিকান্দর, জিচে খাইর চে মিল গিয়া মাদানী মাহোল।
ইহাঁ সুন্নাতেঁ সিখনে কো মিলে গী, দিলায়ে গা খওফে খোদা মাদানী মাহোল।
এ্যয় বিমারে ইসইয়াঁ তু আ'জা ইয়াহাঁ পর, গুনাহোঁ কি দেয়গা দাওয়া মাদানী মাহোল।
গুনাহগারো আ'ও, সিয়া কারো আ'ও, গুনাহোঁ কো দেয়গা ছুড়া মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৭-৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্দেহ প্রবণতা এমন একটি রোগ, যা মানুষের শান্তি ছিনিয়ে নেয় এবং তার জ্ঞানের কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়, যারা সন্দেহ প্রবণতার আপদে ফেঁসে যায়, তবে এরূপ মনে হয় যে, যেন তার জন্য কোন ব্যক্তি, স্থান, সময়, নিদর্শন, তারিখ, দিন, রাত, মাস বা বছর ইত্যাদি কিছুই সৌভাগ্যের বিষয় নয় বরং সে নিজেকে ছাড়া সকল কিছুকে নিজের জন্য অযথা অশুভ মনে করে অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করে এবং নিজের প্রতি বিভিন্ন অকল্যাণের দরজা খুলে দেয়। যেমনিভাবে-

অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কারের বিভিন্ন রূপ

✤ কখনো অন্ধ, ল্যাংড়া, কানা এবং প্রতিবন্ধী লোকের সাথে, কখনো কোন বিশেষ পাখি বা পশু দেখে অথবা এর আওয়াজ শুনে কুসংস্কারের শিকার হয়ে যায়। ✤ কখনো কোন সময় বা দিন অথবা মাস থেকেও অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করে। ✤ কোন কাজের ইচ্ছা করলো এবং কেউ কাজের পদ্ধতিতে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়ে দিলো কিংবা কাজটি বন্ধ করে দিতে বললো, তবে এ থেকেও অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার বের করে নেয় যে, এই তো তুমি বাম হাত ঢুকিয়ে দিলে, কাজটি কি আর হবে! ✤ কখনো এ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ শুনে, কখনো ফায়ার ব্রিগেডের শব্দ শুনে অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কারের শিকার হয়ে যায়। ✤ কখনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নক্ষত্র ও রাশির ফলাফল দেখেও নিজের জীবনে দুঃখ ও দুচিন্তা টেনে আনে। ✤ কখনো মেহমান বিদায় নেওয়ার পর ঘরে ঝাড়ু দেওয়াকেও অশুভ বলে মনে করা হয়। ✤ কখনো জুতো খোলার সময় জুতোর উপর জুতো চলে আসাকেও অশুভ মনে করা হয়। ✤ ডান চোখ লাফালে বিশ্বাস করে নেয় যে, কোন বিপদ আসবে। ✤ জুমার দিন ঈদ হলে তাকে সরকারী শাসনামলের উপর চাপ মনে করা হয়। ✤ কখনো বিড়ালের কান্নাকেও অশুভ বলে মনে করা হয়, তো কখনো রাতের বেলায়

www.dawateislami.net

কুকুরের কান্নাকেও। ✤ প্রথম গ্রাহক কিছু না নিয়ে যদি চলে যায়, তবে একে দোকানদার অশুভ মনে করে থাকে। ✤ নববধূকে ঘরে তোলার পর যদি পরিবারের কেউ মারা যায় কিংবা কোন মহিলার যদি কেবল কন্যা সন্তান হতে থাকে, তবে এর গায়ে **'অপয়া'** অপবাদের লেবেল সেঁটে দেওয়া হয়। ✤ কোন মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তবে তাকে মৃত ব্যক্তির নিকট আসতে দেওয়া হয় না, এই ভেবে যে, সন্তানের উপর খারাপ প্রভাব পড়বে। ✤ যুবতীবস্থায় বিধবা হয়ে যাওয়া মহিলাদেরকেও 'অপয়া' বলে মনে করা হয়। ✤ অযথা কেঁচি চালালে ঘরে ঝগড়া সৃষ্টি হয়। ✤ কারো ব্যবহৃত চিরুনী ব্যবহার করলে মনে করা হয় দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে। ✤ খালি পাত্র বা চামচ পরস্পর টোকর খেলে মনে করা হয় ঘরে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যাবে। ✤ যখন মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে, তখন যদি বড় সন্তানটি বাইরে আসে, তবে মনে করা হয় তার উপরই বিদ্যুৎ পতিত হবে। ✤ বাচ্চার দাঁত যদি উল্টা উঠে, তবে মামাদের নিকট সেই সন্তান বোঝা স্বরূপ মনে করা হয়। ✤ ছোট শিশু যদি কারো পায়ের নিচ দিয়ে চলে আসে, তাহলে মনে করা হয় যে, তার দৈহিক গড়ন ছোট-খাট রয়ে যাবে। ✤ শায়িত বাচ্চার উপর দিয়ে কেউ ডিঙ্গিয়ে গেলেও মনে করা হয় তার দৈহিক গড়ন ছোট-খাট রয়ে যাবে। ✤ মাগরিবের পরে দরজার পাশে বসা উচিত নয়। কেননা, বিপদাপাদ চলাচল করতে থাকে। ✤ ভূমিকম্প চলাকালে পালাবার সময় কেউ যদি মাটিতে পড়ে যায়, তবে সে বোবা হয়ে যাবে। ✤ রাতের বেলায় আয়না দেখলে চেহারায় ভাঁজ পড়ে যাবে। ✤ আঙ্গুল মটকালে অমঙ্গল আসে। ✤ সূযগ্রহণকালে গর্ভবতী মহিলা ছুরি দিয়ে কিছু কাটা-কুটি করে না, কারণ এতে জন্ম হলে তার হাত অথবা পা কাটা বা ছিড়া হবে। ✤ নবজাতকের কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিংড়ানো যাবে না, কারণ এতে শিশুর দেহে ব্যথা সৃষ্টি হবে। ✤ কখনো সংখ্যাকেও অশুভ মনে করা হয় (বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশে যারা বসবাস কারীরা), এই কারণেই বড় বড় দালানে ১৩ নম্বরের তলা (ফ্লোর) হয় না (১২ তলার পরবর্তী তলাকে ১৪ নম্বর সাব্যস্ত করা হয়), অনুরূপ তাদের হাসপাতালগুলোতেও ১৩ নম্বরের সিট বা রুম থাকে না। কেননা, তারা এই নম্বরটিকে অশুভ মনে করে। ✤ মাগরিবের আযানের সময় সবগুলো লাইট জ্বালিয়ে দিতে হয়। নয়তো বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হবে। বর্ণনাকৃত কুসংস্কারগুলো ছাড়াও বিভিন্ন সমাজ, জাতি ও গোষ্ঠীতে অনেক ধরণের কুসংস্কারের প্রচলন রয়েছে।

(বদ শুগুনী, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মধ্যে যারাই এরূপ কুসংস্কারের শিকার, তাদের উচিৎ যে, বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে দ্রুত এই রোগ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিন। কেননা, অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কারের পরিণতি এতো ভয়ানক যে, اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ

আসুন! শিক্ষা অর্জনের জন্য অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কারের কিছু ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

কুসংস্কারের ভয়ানক পরিণতি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"বদশুগুনী"** কিতাবের ২০নং পৃষ্ঠায় রয়েছে; ✤ কুসংস্কারে বিশ্বাসীদের **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসা দুর্বল হয়ে যায়। ✤ **আল্লাহ্ তায়ালা** সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি হয়। ✤ ভাগ্যের উপর ঈমান দুর্বল হতে থাকে। ✤ শয়তানী কুমন্ত্রণার দরজা খুলে যায়। ✤ কুসংস্কারের কারণে মানুষের মধ্যে সন্দেহ প্রবণতা, চিত্তের দুর্বলতা, মনের ভয়, সাহসহীনতা এবং কার্পণ্য সৃষ্টি হয়ে যায়। ✤ অনেক ধরণের ব্যর্থতা আসতে পারে। যেমন; কাজের পদ্ধতি সঠিক না হওয়া, ভুল সময়ে ও ভুল স্থানে কাজ করা এবং অপরিনামদর্শী কাজ করা। কিন্তু কুসংস্কারে অভ্যস্ত মানুষ নিজের ব্যর্থতাকে অশুভ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন থেকেও বঞ্চিত থাকে। ✤ কুসংস্কারের কারেণ যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তখন তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়। ✤ যারা নিজের মধ্যে কুসংস্কারের দরজা খুলে নেয়, তাদের দৃষ্টিতে সবকিছুই অশুভ মনে হতে থাকে।

"বদ শুগুনী" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুসংস্কারের জ্ঞান অর্জন এবং এই মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তির জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বদশুগুনী"** অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবে কুসংস্কারের প্রকারভেদ, ভাল ও মন্দ প্রথার উদাহরণ, কুসংস্কারের বিভিন্ন রূপ, কুসংস্কারের ক্ষতিকর পরিণতি, ইঙ্গিত (ফাল) দেখা এবং এর পারিশ্রমিক নেয়ার বিধান, ইস্তিখারা করার পদ্ধতি, দোয়া এবং উপকার, সফর মাসে সংগঠিত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ, ক্ষেত সমূহকে বদ নযর থেকে বাঁচানোর উপায়, মুয়ে মোবারক (চুল মোবারক) এর বরকত, অশুভ প্রথা ও

www.dawateislami.net

শুভ প্রথার মাঝে পার্থক্য, শিক্ষণীয় কাহিনী ও ঘটনা এবং আরো অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আজই এই কিতাবটি **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন। **আল্লাহ্ তায়ালা** সামর্থ্য দিলে অধিকহারে সংগ্রহ করে বন্টনও করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! সন্দেহ এবং কুসংস্কার যদিও খুবই মারাত্মক রোগ কিন্তু এমন রোগও নয় যে, যার কোন চিকিৎসা নেই এবং যা থেকে মুক্তি অর্জন খুবই কষ্টকর, সুতরাং নিরাশ হয়ে শয়তানকে সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে **আল্লাহ্ তায়ালা**র পবিত্র সত্তা এবং **তাঁর** অনুগ্রহের প্রতি ভরসা করে এর কারণসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং দ্রুত চিকিৎসা শুরু করুন। আসুন! কুসংস্কারের কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে শ্রবণ করি।

কুসংস্কারের ছয়টি কারণ এবং এর প্রতিকার

(১) কুসংস্কারের প্রথম কারণ হলো: ইসলামী শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা। এর প্রতিকার হলো: বান্দা যেন ভাগ্যের প্রতি এমনভাবে বিশ্বাস রাখে যে, প্রত্যেক কল্যাণ, অকল্যাণ **আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর** ইলমে আযলী (অনন্তকালের জ্ঞান) অনুযায়ী ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন, যেমনটি হওয়ার এবং যে যেরূপ করার তা **তিনি তাঁর** জ্ঞান দ্বারা জানেন এবং তাই লিখে দিয়েছেন। তবে কুসংস্কার অন্তরে স্থান করতে পারবে না। কেননা, যখনই মানুষের কোন ক্ষতি হবে, তখন সে এই মানসিকতা বানিয়ে নেবে যে, এটি আমার ভাগ্যে লিখা ছিলো, কোন কিছুর অশুভ কারণে এমনটি হয়নি।

(২) কুসংস্কারের দ্বীতিয় কারণ হলো: তাওয়াক্কুল অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতি ভরসা কমে যাওয়া। এর প্রতিকার হলো: যখনি কোন কুসংস্কার মনের মধ্যে আসে, তখন **রব আল্লাহ্ তায়ালা**র উপর ভরসা করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কুসংস্কারের মনোভাব মন থেকে চলে যাবে।

(৩) কুসংস্কারের তৃতীয় কারণ হলো: অশুভ ইঙ্গিত (ফাল) গ্রহণ করে কাজ করা থেকে বিরত থাকা। এর প্রতিকার হলো: যখনই কোন কাজে অশুভ ইঙ্গিত

www.dawateislami.net

(ফাল) বের হয়, তবুও সেই কাজটি করে নিন এবং নিজের মনে এই মনোভাবটিকে স্থান দিবেন না যে, এই অশুভ ইঙ্গিতের (ফাল) কারণে আমার এই কাজে কোন ক্ষতি হবে।

(৪) কুসংস্কারের চতুর্থ কারণ হলো: এর ভয়াবহতা এবং ক্ষতি সম্পর্কে না জানা। বান্দা কোন জিনিসের ক্ষতি সম্পর্কে জানেই না তবে তা থেকে বাঁচবে কিভাবে? এর প্রতিকার হলো: বান্দা যেন কুসংস্কারের ভয়াবহতা এবং ক্ষতি সম্পর্কে পড়ে, এ সম্পর্কে ভেবে তা থেকে বাঁচার চেষ্টাও যেন করে।

(৫) কুসংস্কারের পঞ্চম কারণ হলো: প্রতিদিনের কাজকর্মে ওযীফা অন্তর্ভূক্ত না হওয়া। এর প্রতিকার আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিছুটা এরূপ বর্ণনা করেন: এই প্রকারের (অর্থাৎ কুসংস্কারের) ক্ষতিকর কুমন্ত্রণা যখন সৃষ্টি হয়, তার সম্পর্কে কোরআন ও হাদীস শরীফে কিছু সংক্ষিপ্ত ও খুবই উপকারী দোয়া লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা একেকবার চাইলে একের অধিকবার আপনি এবং আপনার পরিবারের সদস্যরা পাঠ করে নিন। যদি মন দৃঢ় হয়ে যায় এবং সন্দেহ চলে যায়, তবে উত্তম। নয়তো যখন সেই কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় তখন এক একবার পাঠ করে নিন এবং বিশ্বাস করুন যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওয়াদা সত্য এবং অভিশপ্ত শয়তানের ভীতি প্রদর্শন মিথ্যা। কয়েকবারেই **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাহায্যে সেই সন্দেহ একেবারেই শেষ হয়ে যাবে এবং কখনো কোন ভাবেই এর দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না। সেই দোয়া হলো: **(১)** حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ **কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ্ই** আমাদের জন্য যথেষ্ট আর (তিনি) কতোই না উত্তম কর্মব্যবস্থাপক! (পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩) **(২)** اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ অর্থাৎ হে **আল্লাহ্**! তোমার ইঙ্গিতই ইঙ্গিত এবং তোমার কল্যাণই কল্যাণ আর তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (বাতেনী বিমারিয়োঁ কে মালুমাত, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

(৬) কুসংস্কারের ষষ্ঠ কারণ হলো, নেক প্রথা গ্রহণ না করা বা নেক প্রথা গ্রহণ করার প্রতি মনোযোগ না দেয়া এবং এর মূল জ্ঞান না থাকাও। অশুভ প্রথা গ্রহণ করে এতে আমল করা যেহেতু শরীয়াতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং শুভ প্রথা গ্রহণ করা

www.dawateislami.net

শরয়ীভাবে মুস্তাহাব, তাই অশুভ প্রথা গ্রহণ করা বেঁচে থাকার জন্য শুভ প্রথা গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ুন।

মসজিদের ইমাম মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কারের কারণ জানা এবং এর প্রতিকারের একটি উত্তম উপায় এটাও যে, আমরা কোন উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দ্বীনের মাদানী কাজে ব্যস্ত হয়ে এই মারাত্মক রোগকে বর্জন করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে কুসংস্কার সহ আরো অনেক মন্দ স্বভাবের কারণের দিকে শুধু মনযোগ আকৃষ্ট করানো হয় না বরং এর প্রতিকারের পদ্ধতি সম্পর্কেও মাদানী ফুল প্রদান করা হয়। সুতরাং আপনিও এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে অধিকহারে এর বরকত অর্জন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী ১০৪**টি বিভাগের (Departments) মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের প্রসার কাজে সদা ব্যস্ত, এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মসজিদের ইমাম মজলিশ"**। যা মসজিদকে আবাদ করার জন্য খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগের কাজ করে থাকে এবং এবং তাদের কল্যাণে উপযুক্ত বেতনও নির্ধারণ করে থাকে, যেন এই ইসলামী ভাই উপার্জনের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ভালভাবে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোতে কাজ করতে পারে। মসজিদকে আবাদ করার কাজে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইমাম সাহেবগণ সাদায়ে মদীনা, ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে জামাআত সহকারে নামায আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করেন, **মাদানী দরস** (ফয়যানে সুন্নাতের দরস), ফযরের নামাযের পর মাদানী হালকায় অংশগ্রহণ, মাদানী দাওরার মাধ্যমে ঐ মসজিদের আশেপাশের ঘর এবং দোকান ইত্যাদিতে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলার বরকতে মসজিদকে আবাদ করার চেষ্টা করে থাকেন। **আল্লাহ্ তায়ালা মসজিদের ইমাম মজলিশ**কে উত্তোরোত্তর সাফল্য নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হো জা'য়েঁ মাওলা মসজিদেঁ আ'বাদ সব কি সব, সব কো নামাযী দেয় বানা ইয়া রাব্বে মুস্তফা!

www.dawateislami.net

আহকামে শরয়ী পর মুঝে দেয় দেয় আমল কা শওক, পেয়করে খুলুচ কা বানা ইয়া রাব্বে মুস্তফা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় আত্তার دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আম্মাজানের উত্তম আলোচনা

আমাদের মাঝে সফরুল মুযাফফরের মোবারক মাস তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে, এতে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সম্মানিতা আম্মাজানের ওফাত হয়েছিলো, এ প্রসঙ্গে তাঁর বরকতময় আলোচনাও শ্রবণ করি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا একজন নেক ও পরযেগার মহিলা ছিলেন। যিনি স্বামীর মৃত্যুর পরও কঠিন সামাজিক সমস্যাবলীর মাঝেও নিজের সন্তানদের ইসলামের গন্ডিতেই প্রশিক্ষিত করেন, যার চাক্ষুষ প্রমাণ স্বয়ং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মোবারক সত্তা। তিনি একবার বলেছিলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সম্মানিতা আম্মাজান প্রথম থেকেই ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমল করার এবং করানোর প্রতি আগ্রহী ছিলো, তাইতো ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভাইবোনদের নামাযের আদেশ দেয়ার পাশাপাশি কঠোরতার সহিত আমলও করাতেন, বিশেষ করে ফযরের নামাযের জন্য আমাদের সবাইকে অবশ্যই উঠাতেন। সম্মানিতা আম্মাজানের এরূপ আদেশ এবং প্রশিক্ষণের কারণে আমার মনে পড়ে না যে ছোট বেলায় কখনো আমার ফযরের নামায কাযা হয়েছে।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: সম্মানিতা আম্মাজান জুমার রাত (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তীরাত) মিঠাদর (বাবুল মদীনা করাচী) এলাকায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় আমাকে খুবই স্মরণ করছিলেন, সহধর্মীনী জানালো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কলেমা তৈয়্যবা ও ইস্তিগফার পড়ার পর মুখ বন্ধ হলো। বিশেষ করে গোসল দেয়া পর চেহারা খুবই আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। মাটির যে অংশে রূহ কবয হয়েছিলো, সেখানে অনেকদিন পর্যন্ত সুগন্ধি আসছিলো এবং বিশেষকরে রাতে সেই অংশে যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিলো, বিভিন্ন ধরণের সুগন্ধ আসতো। তৃতীয় দিবসে সকালে কিছু গোলাপ ফুল এনেছিলাম যা সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় সতেজ ছিলো, যা আমি নিজের হাতে আম্মাজানের কবরে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন সেগুলো থেকে এমন সুন্দর সুগন্ধ আসছিলো যে, আমি

www.dawateislami.net

আশ্চার্য হয়ে গিয়েছিলাম, কখনো গোলাপ ফুলে আমি এরূপ সুগন্ধ পাইনি, বরং ঘন্টাখানেক এই সুগন্ধ আমার হাতে ছিলো। (তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত (২য় পর্ব), ৪১ পৃষ্ঠা)

যবী মেয়লী নেহী হোতি দাহান মেয়লা নেহী হোতা,
গোলামানে মুহাম্মদ কা কাফন মেয়লা নেহী হোতা।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নিঃসন্দেহে উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا কোন সাধারণ মহিলা ছিলেন না বরং **আল্লাহ্ তাআলার** নেকট্যধন্য, ধৈর্য্যশীলা ও কৃতজ্ঞ এবং সাহসী মহিলা ছিলেন, যিনি সামাজিক প্রতিবন্ধকতায়ও দৃঢ়তার সহিত নিজের সন্তানদের সুন্নাতের প্রশিক্ষণে লিপ্ত ছিলেন, যিনি নামায এবং সুন্নাতের প্রতি নিজেও অনুসারী ছিলেন এবং নিজের সন্তানদেরও নামায পড়তে আদেশ দিতেন। সম্ভবত এই কাজটিই **আল্লাহ্ তাআলার** পছন্দ হয়ে গিয়েছিলো, সুতরাং দুনিয়া থেকে নিজের ঈমান নিয়ে গেলো, ওফাতের পর চেহারাও আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো এবং যে স্থানে ওফাত হয়েছিলো সেই জায়গা সুন্দর সুগন্ধে ভরে ছিলো। যদি আমাদের ইসলামী বোনেরাও উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর এই চরিত্র থেকে শিক্ষা অর্জন করে এবং নফস ও শয়তানের বিরোধীতা করে জাহির এবং বাতিনকে শরিয়তের অলঙ্কারে সাজিয়ে নেয়, ফরয ও ওয়াজিবকে নিজের মধ্যে আবশ্যক করে নেয়, যেভাবে তারা সন্তানের স্কুল এর টিউশন কামাই করতে দেয় না এবং কখনো যদি হয়েও যায় তবে কঠোরতা অবলম্বন করে, যদি এভাবেই নামায এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাসআলা আর দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও চেষ্টা করে, তবে এতে দুনিয়ায়ও অসংখ্য উপকারীতা অর্জিত হবে এবং আখিরাতেও বরকত নসীব হবে।

১৭ সফরুল মুজাফ্ফর উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর ওরস উদযাপন করা হয়, সকল ইসলামী ভাই এই মাসে উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর ইসালে সাওয়াবের জন্য কমপক্ষে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকে আমরা সন্দেহ ও কুসংস্কার সম্পর্কে যে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, তা থেকে আমরা কিছু মাদানী ফুল অর্জন করেছি, যেমন;

www.dawateislami.net

♣ কোন ব্যক্তি, স্থান, বস্তু, মাস, বছর, সময় বা তারিখকে অশুভ মনে করা ইসলামে কোন ভিত্তি নেই। কেননা, আসল অলক্ষণ তো গুনাহে।

♣ অশুভ প্রথা গ্রহণ করা শয়তানী কাজ এবং শুভ প্রথা গ্রহণ করা মুস্তাহাব।

♣ অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করা একটি আর্ন্তজাতিক রোগ, বিভিন্ন দেশে বসবাসকারীরা বিভিন্ন বিষয় থেকে অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করে।

♣ অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণকারী লোক দ্বীনি ও দুনিয়াবী দিক দিয়ে খুবই বিপদজনক।

♣ সফর মাস বা এর শেষ বুধবারকে অশুভ মনে করা, নক্ষত্রের প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং জ্যোতিষীদের কাছে যাওয়া শরীয়াত বিরুধী কাজ, বাস্তবতার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

♣ বুযুর্গানে দ্বীনরা নক্ষত্রের প্রভাবের প্রতি একেবাইে বিশ্বাসী ছিলেন না, সুতরাং তাঁরা যে কাজের ইচ্ছা পোষণ করতেন তা সমাপ্ত করেই ছাড়তেন।

আল্লাহ্ তায়ালা উম্মে আত্তারের উসিলায় আমাদেরকে সন্দেহ ও কুসংস্কারের আপদ থেকে নিরাপত্তা দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৫)

ইন কি সুন্নাত কা জু আয়েনাদার হে, ব্যস ওহী তো জাহাঁ মে সমঝদার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জুতা পরিধান করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "**১০১ মাদানী ফুল**" থেকে জুতা পরিধান করার সুন্নাত ও

www.dawateislami.net

আদব শ্রবণ করি। **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: **(১)** অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো। কেননা, মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, যেন সে আরোহী অবস্থায় থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম, ৮৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৯৬) **(২)** জুতা পরার পূর্বে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। **(৩)** সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ের। খুলার সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৫৫) **(৪)** পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরবে। **(৫)** কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে বললো: এক মহিলা (পুরুষের মতো) জুতা পরিধান করে। তিনি বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৯৯) **(৬)** যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে। **(৭)** দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে, উল্টো জুতা দেখে তা ঠিক না করা। **"দাওলাতে বে যাওয়াল"** কিতাবে লিখেছেন: যদি সারারাত উল্টো জুতা পড়ে রইল তবে শয়তান এর উপর শান শওকত সহকারে বসে, তা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫ম খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

সুন্নাতেঁ আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ,
নেক হো জা'য়েঁ মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net